সিডরের ছোবল ও মানুষের সহমর্মিতা

দিলরুবা শাহানা

শুরুতেই বাংলা-সিডনীকে ধন্যবাদ বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘূর্নিঝড় সিড্‌রের আঘাতে পর্যুদস্ত মানুষের সাহায্য সহযোগিতার বিষয়ে তথ্য পরিবেশন, মানবিক সাড়ার ঘটনাগুলো যত্নের সাথে ছাপানোর জন্য।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে বর্তমান বিশ্বে মূহূর্তে যে কোন খবর ছড়িয়ে পড়ে, সে খবর মানুষের আত্নাকে জাগায়, সে খবর মানুষকে হাত বাড়িয়ে দিতে উদ্বুদ্ধ করে। এবার সিডর আঘাত হানতে এগিয়ে আসছে এই সতর্কবানী অষ্ট্রেলিয়ার রেডিও-টিভিতেও খবর হয়েছে। তাতে আঘাত হানতে আসার খবর বিদেশীরাও আগেভাগে জেনে গিয়েছিল। নাহলে শুক্রবার সন্ধ্যায়(ঝড়ের আগের সন্ধ্যা) রেসকোর্সের এক রেষ্টুরেন্টে এক বাংলাদেশীকে তার অফিসের পার্টিতে বিদেশী সহকর্মীরা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করছিল 'সর্বশেষ খবর কি? আঘাত হানা কি শুরু হয়েছে? তোমার আত্নীয়রা কেউ কোষ্টাল এরিয়াতে নাইতো?'।

বিশেষ করে ঝড়ের পরে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণেই বাংলাদেশে এবারের ঘূর্নিঝড় এতো ভয়ংকর আকারে আঘাত হেনেছে বলে অনেকেরই মত, আলোচনাও শুনা যাচ্ছে এই প্রেক্ষিতে।

উপকূলে আঘাতের পরদিনই তখনও ঢাকা ও সিলেটে ৯০কি.মি.গতিতে বাতাস বইছে, বিদ্যুত বিপর্যয় ঘটেছে ই-মেইল এ BEN(Bangladesh Environment Network) আবেদন জানালো সব সহযোগীর কাছে ক্ষতিগ্রস্থদের কল্যাণে এগিয়ে আসতে।

সেই সকালেই বাংলাদেশের নারী সংগঠন ই-মেইল পাঠালো উপদ্রুত অঞ্চলে মেয়েদের প্রয়োজন মিটাতে তারা এগিয়ে যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দরকার। নারীর প্রয়োজন? সম্ভ্রম ঢাকতে কাপড়। কাপড় অনেকেই দেবে। তবে যে নারী ঝড়ের রাতে দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে হারিয়েছে তার প্রয়োজন ভিন্ন। তার সন্তান হারানোর কষ্টের সাথে সাথে বুকে জমা কঠিন ননীর ব্যথায়ও সে কাতর। ওষুধ না পেলে ইনফেকশন হতে পারে। এটা নারীর প্রয়োজন। গর্ভবতী নারীর খাদ্যকাপড় ছাড়াও আরও কিছু প্রয়োজন আছে। টিটেনাস ইন্‌জেকশন, ভিটামিন ক্যালসিয়াম দিতে হবে তাকে। উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে মানুষের কল্যানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সংগঠনটির ব্যাংকে পাঠানো সামান্য সাহায্য সময়মতো পৌঁছবে কি?

বেন(BEN) পরিবেশগত বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য সাধ্যানুযায়ী বাপাকে সহযোগীতা দিয়েই যাচ্ছে। পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশের মঙ্গলকামী সজ্জন ও পরিবেশসুহৃদ গুণীরা নানাভাবে চেষ্টা করছেন পরিবেশ বাঁচাতে ও মানুষ(যেমন আর্সেনিক থেকে রক্ষা) বাঁচাতে। এবারও স্বল্প সময়ে বেন বাপা(বাংলাদেশ পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন)র কাছে সাহায্য পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। দেশকে সাহায্য, মানুষকে সাহায্য আমাদের কর্তব্য সব মানুষের মনে এইবোধ গভীরভাবে শিকড়

গেড়েছে। না হলে মামুন তানভীর নামে এই প্রজন্মের আমেরিকান-বাংলাদেশী এক নবীন পেশাজীবী ২৫০০ডলার সিডর ক্ষতিগ্রস্থদের দিয়েছে বেন ও UBAর মাধ্যমে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের সিডর ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য পূনর্বাসন সাহায্যের উদ্যোগ UBA(United Bangladesh Appeal) বিলাতের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকায়ও খবর হয়েছে।

মেলবোর্নের এক বাংলাদেশের গৃহিনীও বেনকে সাহায্য দিতে ইচ্ছা জানালেন। নিজের নাম জানাতেও অনীহা। দাতার ক্ষমতা নয় মানসিকতাই তাকে মহৎ করে। বরিশাল, ভোলায় রেলযোগাযোগ নাই নৌপরিবহনই যাতায়াতের ভরসা যা এই মূহুর্তে ততো আয়াস সাধ্যও নয়।

লেখক, সাংবাদিক, দেশের জন্য বিপুল মমতা ও অগাধ বিশ্বাসে ভরপুর আনিসুল হক কষ্ট মেনে নিয়ে উপদ্রুত অঞ্চল ঘুরে দেখে 'প্রথম আলো'তে ব্যক্ত করেছেন অত্যন্ত আশাবাদী প্রত্যয় 'মানুষ ঘুরে দাড়িয়েছে'!